গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৭.২০১৮-৪৩৮ তারিখঃ ২৮.০৪.২০১৮ খ্রিঃ

আদেশ

যেহেতু, ডাঃ ফেরদৌসী আক্তার (১৩১৫২৩), মেডিকেল অফিসার, সোনাইমুড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, নোয়াখালী গত ১৭.০১.২০১৭ খ্রিঃ থেকে ১০.০৯.২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ২৩৪ দিন কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' এর দায়ে ১২.০২.২০১৮ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৪.২০১৮-৫৮ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ০৪.০৪.২০১৮ খ্রিঃ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, তিনি প্রসব পূর্ব জটিলতায় শারীরিক অসুস্থতার জন্য মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকায় সঠিক সময়ে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে পারেননি। পরবর্তীতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে শারীরিক ফিটনেস সার্টিফিকেট দাখিল করেন এবং মানসিক বিপর্যস্ততা কাটিয়ে ১১.০৯.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করেন এবং অদ্যাবধি চাকুরি করে আসছেন। এ কারণে তিনি ১৭.০১.২০১৭ খ্রিঃ থেকে ১০.০৯.২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ২৩৪ দিন কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত ছিলেন বলে ব্যক্তিগত শুনানীর লিখিত বক্তব্যে জানান। তিনি অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী এবং ভবিষ্যতে আর কখনও এ ধরনের আচরণ হবে না বলে অঙ্গীকার করেন।

সেহেতু, ডাঃ ফেরদৌসী আক্তার (১৩১৫২৩), মেডিকেল অফিসার, সোনাইমুড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, নোয়াখালীর কারণ দর্শানোর জবাব, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদত্ত ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় মানবিক কারণে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং তাঁকে ভবিষ্যতে সরকারী চাকুরীর নিয়মকানুন যথাসময়ে অনুসরনপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করা হলো। তাঁর ১৭.০১.২০১৭ খ্রিঃ থেকে ১০.০৯.২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ২৩৪ দিন বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতকালকে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুরপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
২৯.৪.২০১৮
(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব

উপপরিচালক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা।
[পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ ও প্রকাশিত গেজেটের ২০ (বিশ) কপি শৃংখলা অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো]
নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৭.২০১৮-৪৩৮/১(১২) তারিখঃ ২৮.০৪.২০১৮ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (এমআইএস এর কম্পিউটার ও ডাটা সিটে সংরক্ষণ করার জন্য)।
৩। যুগ্মসচিব (পার-১)/(পার-২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। উপসচিব (পার-৩), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। উপপরিচালক (শৃংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬। সিভিল সার্জন, নোয়াখালী।
৭। জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, নোয়াখালী।
৮। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী।
৯। উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী।
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় **(মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।**
১১। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১২। ডাঃ ফেরদৌসী আক্তার (১৩১৫২৩), মেডিকেল অফিসার, সোনাইমুড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, নোয়াখালী।

২৯/০৪/২০১৮
(শামীমা নার্সরীন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hds.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃংখলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৬.২০১৮-৯৩৯ তারিখ- ১৮.০৪.২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান (১২২৩৪৫), মেডিকেল অফিসার (জুনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিসিন পদের বিপরীতে), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রৌমারী, কুড়িগ্রাম (প্রাক্তন ইমারজেন্সী মেডিকেল অফিসার, আধুনিক সদর হাসপাতাল, নেত্রকোনা) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান (১২২৩৪৫), মেডিকেল অফিসার (জুনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিসিন পদের বিপরীতে), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রৌমারী, কুড়িগ্রাম (প্রাক্তন ইমারজেন্সী মেডিকেল অফিসার, আধুনিক সদর হাসপাতাল, নেত্রকোনা) আধুনিক সদর হাসপাতাল, নেত্রকোনায় কর্মরত থাকাকালীন সময় নেশাগ্রস্থ হয়ে রোগীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ, অফিস চলাকালীন সময়ে বাইরে রোগী দেখা, মেয়েদের আল্ট্রাসনোগ্রাফী করাকালীন সময়ে তাদের শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয়া এবং জখমী সার্টিফিকেট প্রদানে অনিয়ম করেছেন;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

১৮.৪.২০১৮
(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব

ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান (১২২৩৪৫)
মেডিকেল অফিসার (জুনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিসিন পদের বিপরীতে)
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
রৌমারী, কুড়িগ্রাম
(প্রাক্তন ইমারজেন্সী মেডিকেল অফিসার, আধুনিক সদর হাসপাতাল, নেত্রকোনা)।
(স্থায়ী ঠিকানাঃ পিতা-মৃত মুকবুল হোসাইন আহমেদ, আধুনিক সদর হাসপাতাল রোড, জয়নগর, নেত্রকোনা।)

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৬.২০১৮-৯৩৯/১(৬) তারিখ- ১৮.০৪.২০১৮ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল)
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), ময়মনসিংহ/রংপুর বিভাগ, ময়মনসিংহ/রংপুর।
৪। সিভিল সার্জন, নেত্রকোনা/কুড়িগ্রাম।
৫। উপেজলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রৌমারী, কুড়িগ্রাম।
৬। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।

১৮/৪/২০১৮
(শামীমা নাসরীন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান (১২২৩৪৫), মেডিকেল অফিসার (জুনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিসিন পদের বিপরীতে), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রৌমারী, কুড়িগ্রাম (প্রাক্তন ইমারজেন্সী মেডিকেল অফিসার, আধুনিক সদর হাসপাতাল, নেত্রকোনা) আধুনিক সদর হাসপাতাল, নেত্রকোনায় কর্মরত থাকাকালীন সময় নেশাগ্রস্থ হয়ে রোগীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ, অফিস চলাকালীন সময়ে বাইরে রোগী দেখা, মেয়েদের আল্ট্রাসনোগ্রাফী করাকালীন সময়ে তাদের শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয়া এবং জখমী সার্টিফিকেট প্রদানে অনিয়ম করেছেন। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

৭.৪.২০১৮

(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব